ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ডানকি' ও 'সালার' নিয়ে মুখোমুখি শাহরুখ-প্রভাস

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপে 'মাথা গরম' করবেন না কোহলি!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৭৩ ● কলকাতা ● ১৬ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৪ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ভুক্তভোগী মানুষের জন্য মন্ত্রীর কাছে সময় নেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লি আসার আগে কলকাতা বিমানবন্দর থেকেই তিনি নিশানা বানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে । কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়েই তাঁকে গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছেন। দিল্লিতে এসে সেই দাবিকে আরও জোরদার ভাবে তুলেছেন গতকাল। আর এদিন অর্থাত মঙ্গলবার দিল্লির যন্তরমন্তরে দাঁড়িয়েই তীব্র কটাক্ষ হানলেন অপর এক মন্ত্রীকে ।তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সেই সময় বদলে দেওয়া হয়। চিঠি দিয়ে জানানো হয় মন্ত্রী থাকবেন না। যে মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হল, বলা হল তাঁর বিমান ৫টায় নামবে। তাই সন্ধ্যা ৬টায় দেখা করবেন তিনি তৃণমূলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। অথচ খবর পাচ্ছি, উনি বিকেল ৪টেয় সময় দিয়েছেন শুভেন্দুকে। তা হলে বুঝুন, ভুক্তভোগী মানুষের জন্য মন্ত্রীর কাছে সময় নেই, শুভেন্দুর জন্য সময় আছে।'তবে তাতে মূল মন্ত্রীর দিক থেকে আক্রমণের নিশানা ঘুরিয়ে দেননি তিনি। বিঁধেছেন তাঁকেও। তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি নিশানা বানিয়েছেন গিরিরাজের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতিকেও ।বাংলার কয়েক লক্ষ মানুষের ১০০

এরপর ৩ পাতায়

দেশ ভাগের চেষ্টা চলছে, বিহারের জাতিগত জনগণনা নিয়ে বিরোধীদের তোপ মোদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতপাতকে ব্যবহার করে দেশের মানুষের সঙ্গে পাপ করছে বিরোধী দলগুলো। কেবল জাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করছে তারা। নাম না করে বিহারের জাতিগত জনগণনার ফলাফলকে এইভাবেই তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।উল্লেখ্য, আসন্ন জনগণনায় তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়া আর কোনও জাতপাতের উল্লেখ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার । কেন্দ্রের আপত্তি উড়িয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগেই শুরু হয়েছিল বিহারের জাতিগত জনগণনা। কংগ্রেসও জানায়, লোকসভা নির্বাচনে জিতলে গোটা দেশেই জাতিগত জনগণনা করবে তারা। সেই সিদ্ধান্তকে বিভেদ বাড়ানোর চেষ্টা বলে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী ।তিনি বলেন, ৬০ বছর ধরে এইভাবেই মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের একটি জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গত ৬০ বছর ধরে 'উন্নয়নের শত্রুরা' কোনও ভালো কাজ করেনি। কিন্তু গত ৯ বছরে বিজেপি এসে প্রচুর উন্নয়ন করেছে। গোটা বিশ্ব আজ ভারতের প্রশংসা করছে। কিন্তু সেই ভালো কাজগুলোই এতদিন হয়নি কেন? আসলে তারা গরিব মানুষের আবেগ নিয়ে খেলা করেছে। জাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজন ঘটিয়েছে সমাজে। দেশকে ভাগ করতে চাইছে জাতির নিরিখে। সেই পাপ কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে তারা।' নাম না করে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলোকে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সোমবারই প্রকাশিত হয়েছে বিহারের জাতিগত

এরপর ৩ পাতায়

দুধ আর জল আলাদা করুন', অভিষেকের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দুয়ারে আর্জি শুভেন্দুর

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : রাজ্যে থাকলে বলতেন, 'চোরেদের একটা টাকাও নয়।' দিল্লিতে গিয়ে সেই শুভেন্দু অধিকারীর সুর যেন খানিকটা নরম। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির দ্বারস্থ হয়ে বিরোধী দলনেতা বুঝিয়ে দিলেন, যাদের ন্যায্য টাকা পাওনা। যারা দুর্নীতিতে যুক্ত নন, তাদের যদি কেন্দ্র কাজ বা টাকা দেয়, তাহলে তাঁর কোনও আপত্তি নেই ।রাজ্যের বিরোধী দলনেতার এই পদক্ষেপে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন তৃণমূলের ধরনা মঞ্চ থেকে সাফ বললেন, শুভেন্দু রাজ্যের বঞ্চিতদের টাকা পাওয়া আটকাতে দিল্লিতে এসেছেন। অভিষেক বলেন,'আমরা রাজ্যের মানুষের টাকার জন্য আন্দোলন করতে এসেছি। অথচ যারা টাকা আটকাতে এসেছে তাদের আগে সময় দেওয়া হল।' শুভেন্দুদের উদ্দেশে একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলে দেন,'বাংলার মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকানোর চেষ্টা হলে কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।' ১০০ দিনের কাজ তথা আবাস যোজনার বকেয়া নিয়ে শুরু থেকেই শুভেন্দুর অবস্থান ছিল, দুর্নীতিগ্রস্তদের একটি টাকাও যেন না দেওয়া হয়। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে বঞ্চিতদের আন্দোলন গতি পেতেই কিছুটা হলেও

এরপর ৩ পাতায়

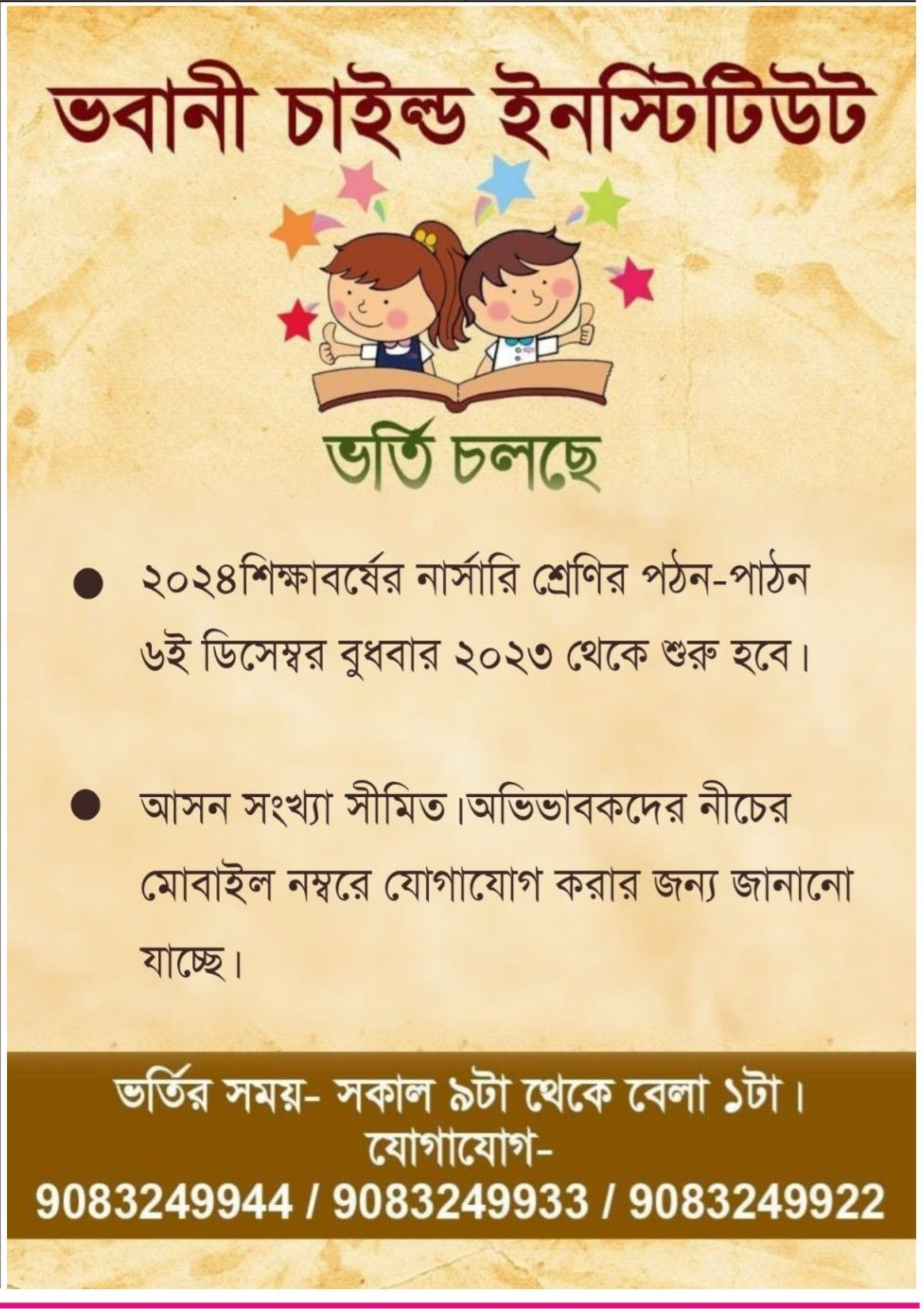

হয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘন,
ইডি কর্তাদের সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি বাংলায় নানান মামলায় ইডি, সিবিআইয়ের অতিসক্রিয়তা নিয়ে ইতিমধ্যেই মানবাধিকার হরণের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল সরকার সহ সমস্ত বিরোধী দল। এবার দেশের শীর্ষ আদালতের সতর্কবার্তায় সেই অভিযোগেই যেন সিলমোহর পড়ল। মঙ্গলবার একটি দুর্নীতির তদন্তের মামলায় সেই অভিযোগ ঘিরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে সতর্ক করল দেশের শীর্ষ আদালত।মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি এস বোপান্না এবং সঞ্জয় কুমার ধৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে ইডির তীব্র সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটিকে সতর্ক করে দিয়েছে শীর্ষ কোর্ট। আদালত বলেছে, দ্রুত তদন্তের নামে তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ, গ্রেফতারির সময় ধৃতদের মৌখিকভাবে শুধু হেফাজতে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। যদিও সুপ্রিম কোর্ট এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গাইডলাইন হল, গ্রেফতারির সময় ধৃত বা পরিজনকে অ্যারেস্ট মেমো দিতে হবে। তাতে গ্রেফতারের কারণ এবং মামলার উল্লেখ থাকতে হবে।সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার ইডিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, তারা দেশে বেআইনি পথে অর্থ লেনদেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তদন্ত করে থাকে। তদন্তে স্বচ্ছতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা জরুরি। সংশ্লিষ্ট মামলায় দুই ব্যবসায়ীকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয় তা সংবিধানের মৌলিক অধিকার হরণ বলে উল্লেখ করেছে শীর্ষ কোর্ট।

যে মামলা ঘিরে এই মত শীর্ষ আদালতের সেটি হল, পাঞ্জাবের বাসিন্দা দুই ব্যবসায়ী পঙ্কজ ও বসন্ত বনসলের করা মামলা । সম্প্রতি বেআইনি পথে অর্থ লেনদেনের অভিযোগে একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ওই দুই কর্তাকে তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জেরার শেষে তাঁদের গ্রেফতার করেন ইডির তদন্তকারীরা। অভিযোগ, গ্রেফতারের কারণ জানানো হয়নি ধৃত এবং তাঁদের পরিবারের লোকজনকে, যা সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকা লঙ্ঘন বলে দাবি করা হয়েছে মামলায়।ধৃতদের আদালতে তোলা হলে জানা যায়, যে মামলায় তাদের জেরার জন্য ডাকা হয়েছিল সেই মামলা নয় ভিন্ন এক অভিযোগে জেরার দিন কোম্পানির দুই কর্তার বিরুদ্ধে মামলা ঠোকে ইডি। সেই মামলায় দু'জনকে গ্রেফতার করে তারা। অর্থাত এক মামলায় জেরার জন্য ডেকে আর এক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তাও মামলা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুই ব্যক্তিকে হেফাজতে নেয় তদন্তকারীরা।

মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি এস বোপান্না এবং সঞ্জয় কুমার ধৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে ইডির তীব্র সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটিকে সতর্ক করে দিয়েছে শীর্ষ কোর্ট। আদালত বলেছে, দ্রুত তদন্তের নামে তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

মিছিলে বাধা, পুলিশকে কামড়
মহিলা বিজেপি কর্মীর

হুগলি: নিউজ সারাদিন : এবার পুলিশকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে। গেরুয়া শিবিরের কর্মসূচিতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার ছবি দেখা গেল হুগলিতে। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি থেকে কামড়ে দেওয়া, বাদ গেল না কিছুই।বিজেপির মিছিল পুরসভার গেটের কাছে আসতেই পুলিশ বাধা দেয়। এর পরই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের রীতিমতো ধস্তাধস্তি বেঁধে যায়। তাঁরা প্রতিবাদে পুরসভার গেটের সামনেই বসে এবং শুয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। ধস্তাধস্তির মধ্যে পুলিশের হাত কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি মহিলা কর্মীদের বিরুদ্ধে। তারপর বিজেপির পক্ষ থেকে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল হুগলী-চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধানকে স্মারকলিপি জমা দেন। এ বিষয়গুলো নিয়ে পৌরসভার পৌরপ্রধান অমিত রায় দেখবেন বলে আশ্বাস দেন তাদের।হুগলি সংগঠনিক বিজেপির উদ্যোগে মঙ্গলবার হুগলি জেলা-সহ ব্লক স্তরে দুর্নীতির প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূল সরকার এবং দলীয় কর্মীরা সারা রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জব কার্ড এবং পানীয় জল সরবরাহে দুর্নীতি করছে। এর প্রতিবাদে পিপুলপাতি মোড় থেকে হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার পর্যন্ত একটি মিছিল-সহ স্মারকলিপি প্রদান করে বিজেপি নেতা ও কর্মীরা।

মধ্যমগ্রামের গর্ব , মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণপদ গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্মরণে উদয়ের পথে মধ্যমগ্রাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে প্রতিবছর উদয়ের পথে মধ্যমগ্রামের বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও রক্তদান শিবির করে থাকেন। তা অন্যথা যায়নি এ বছরে ও ,তবে এদিনে বসে ছবি আঁকা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গার শিশু ও কিশোররা। অনেক কিশোর কিশোরীর মুখে কবিতা শোনা গেল এই দিনে। ঠিক তার আগের দিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে । এদিন রক্তদান শিবিরে মোট ৪০ জন রক্ত দান করেছেন। এই রক্তদানের অনুষ্ঠানে পাড়ার মহিলাদের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মধ্যমগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী নিমাই বাবু ,১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিংকি ঘোষ মহাশয়া ও অন্যান্য অতিথি বৃন্দ।

পুজোর ছুটির আগেই
সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতে উদ্যোগ প্রশাসনের

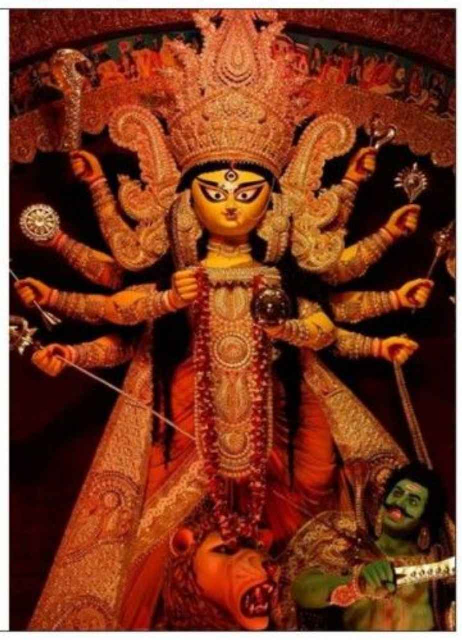

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুজোর ছুটির আগেই সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হল প্রশাসনের তরফে। এই কাজ দ্রুত সামাধা করতে সরাসরি নবান্ন থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। প্রতি মাসের শেষ তারিখের আগেই সরকারি কর্মচারীরা সেই মাসের বেতন পেয়ে যান। এ বার সেই বেতন পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগেই দিয়ে দিতে চায় রাজ্য সরকার।

সাধারণত, বেতন প্রদান সংক্রান্ত কাজ শেষ করতে প্রতি মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু এ বার সেই তারিখ প্রায় এক সপ্তাহ এগিয়ে আনা হয়েছে। তাই সরকারি কর্মচারী মহলের ধারণা, অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই তাঁরা বেতন পেয়ে যাবেন। সরকারি প্রশাসনের এমন ততপরতা দেখে খুশি তৃণমূল সমর্থিত কর্মচারী ফেডারেশন। সংগঠনের নেতা প্রতাপ নায়েক বলেন, "ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দুর্গাপুজো ২০ তারিখ থেকে শুরু হলেও, বাঙালি পরিবারে কেনাকাটার কাজ অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় সরকারি কর্মচারীদের এর জন্য আর্থিক ভাবে চাপেও পড়তে হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথা মাথায় রেখেই এ মাসে দ্রুত বেতন দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এ কথা জানতে পেরেই সরকারি কর্মচারীরা খুশি।" এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, "এই বছর পুজো যেহেতু অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে পড়েছে। সেই জন্য বেতন যদি পুজোর আগেই দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সুবিধা হয়। কারণ, আমরা প্রাপ্য ডিএ থেকে বহু দিন ধরেই বঞ্চিত। আর পুজোয় সময় আর্থিক চাপও থাকে আমাদের উপর।''তাই অক্টোবর মাসের শুরুতেই সেই মর্মে সরকারি অফিস ও সরকারি স্কুলগুলিতে উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

অক্টোবর মাসের প্রথম দিনেই সব সরকারি দফতর ও স্কুলগুলিকে বেতন বিষয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেই বার্তায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে বেতন প্রদানের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ৪ অক্টোবরের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদেরও একই বার্তা দেওয়া হয়েছে। বুধবারের মধ্যে অনলাইন স্যালারি পোর্টাল (এওএসএমএস)-এ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অক্টোবর মাসের মধ্যে বেতন দেওয়ার কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। স্কুলগুলির বেতন মূলত প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশে স্কুলের অফিস থেকেই হয়। তাই প্রধান শিক্ষক মারফত স্কুলগুলিকেও দ্রুত এই কাজ শেষ করে ফেলতে বলা হয়েছে। এ বছর শারদোতসব হবে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তাই সরকার পক্ষ চাইছে, তার আগেই যাতে কর্মীদের বেতন দেওয়া যায়।

জগদলপুর রেল স্টেশনের
আধুনিকীকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেনদ্র মোদী আজ ছত্তিশগড়ের বাস্তারের জগদলপুরে ২৭ হাজার কোটি টাকার নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এইসব প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে - বাস্তার জেলার নাগারনারে এনএমডিসি স্টিল লিমিটেড-এর ২৩,৮০০ কোটি টাকার ইস্পাত প্রকল্প, নানাবিধ রেল ও সড়ক প্রকল্প। সেইসঙ্গে তিনি তারকি-রায়পুর ডেমু ট্রেন পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই ফলদায়ক হতে পারবে, যখন প্রত্যেকটি রাজ্য, প্রত্যেকটি জেলা এবং দেশের প্রত্যেকটি গ্রাম উন্নত হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, ২৭ হাজার কোটি টাকার আজকের এইসব প্রকল্পের সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এই অঙ্গীকারকেই পূর্ণতা দেওয়া হচ্ছে। এইসব উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তিনি ছত্তিশগড়ের জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারতের জন্য সামাজিক এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ভবিষ্যৎ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করতে হবে। তিনি বলেন এ বছর পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বরাদ্দ ১০ লক্ষ কোটি টাকা, যা প্রায় ছ'গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রেল, সড়ক, বিমান, তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, পরিবহণ, দরিদ্রদের আবাসন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান-এই সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ইস্পাতের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ইস্পাত উৎপাদনে গত ৯ বছরে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, ইস্পাত উৎপাদনকারী রাজ্য হিসেবে ছত্তিশগড় এইসব ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছে। নাগারনারে আজ সর্বাধুনিক ইস্পাত প্রকল্পের উদ্বোধন করে তিনি একথা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পে উৎপাদিত ইস্পাত গাড়ি শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং দেশের প্রতিরক্ষা নির্মাণ ক্ষেত্রকে নতুন শক্তি যোগাবে। বাস্তারে উৎপাদিত ইস্পাত সেনাবাহিনীকে শক্তি যোগানোর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। তিনি বলেন, এই ইস্পাত প্রকল্প বাস্তার এবং সন্নিহিত এলাকার প্রায় ৫০ হাজার যুব সম্প্রদায়কে কর্মসংস্থানের সুযোগ যোগাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত প্রকল্পে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা হিসেবে বাস্তারের মতো জেলার ক্ষেত্রে নতুন এই ইস্পাত প্রকল্প এক নতুন দিক নির্দেশ করবে।

যোগাযোগ ক্ষেত্রের ওপর কেনদ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারের দিকগুলি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড়ে অর্থনৈতিক করিডর এবং আধুনিক মহাসড়কের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের তুলনায় ছত্তিশগড়ের রেল বাজেটে বরাদ্দ প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জানান, স্বাধীনতার বহু বছর পর তারকি নতুন রেল লাইন উপহার পাচ্ছে। দেশের রেল মানচিত্রে একটি নতুন ডেমু ট্রেনকে তারকির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, রাজধানী রায়পুর যাতায়াত অনেক সুগম হবে ও আনুষঙ্গিক নানা সুবিধা মিলবে। জগদলপুর এবং দান্তেওয়াড়ার মধ্যে রেল লাইন ডবল করার ফলে যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে যাবে ও লজিস্টিক্স খরচ কমবে।

প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, রেল লাইনের ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণের কাজ ছত্তিশগড়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই রাজ্যে বন্দে ভারতও চলাচল করছে।অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে ছত্তিশগড়ের ৩০টিরও বেশি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে ৩০টি স্টেশনের পুনরুন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। বিলাসপুর, রাইপুর, দুর্গ স্টেশন সহ জগদলপুর রেল স্টেশনকেও আজ এই তালিকায় যুক্ত করা হল বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, আগামীদিনে জগদলপুর রেল স্টেশন শহরের একটি মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে। এখানে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের আধুনিকীকরণ করা হবে। গত ৯ বছরে রাজ্যের ১২০টিরও বেশি স্টেশনে নিখরচায় ওয়াই-ফাই পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রী মোদী বলেন, ছত্তিশগড়ের মানুষের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশে সরকার যাবতীয় প্রয়াস নিয়েছে। আজকের এইসব প্রকল্প উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে, নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করবে এবং রাজ্যে নতুন শিল্পকে উৎসাহ দেবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শেষে বলেন, যে ছত্তিশগড়ের উন্নয়ন যাত্রায় সরকার যাবতীয় সমর্থন এবং দেশের পরিবর্তনের যাত্রাপথে এই রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল শ্রী বিশ্বভূষণ হরিচন্দন রাজ্যের বিকাশে চিন্তাশীল ভূমিকা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ধন্যবাদ জানান। ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল ছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শ্রী মোহন মাণ্ডভি।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

দেশ ভাগের চেষ্টা চলছে, বিহারের জাতিগত জনগণনা নিয়ে বিরোধীদের তোপ মোদির

জনগণনার ফলাফল। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, বিহারের জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণি সম্প্রদায়ের। তার মধ্যে ৩৬ শতাংশই অত্যধিক অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। জেনারেল কাস্টের অন্তর্গত রয়েছেন ১৫ শতাংশ জনতা। এছাড়াও তফসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ১৯ শতাংশ। জাতিগত জনগণনার ফলাফলকে 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছেন আরজেডি প্রেসিডেন্ট লালু প্রসাদ যাদব।

১-ম পাতার পর

দুধ আর জল আলাদা করুন', অভিষেকের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দুয়ারে আর্জি শুভেন্দুর

যেন সুর নরম করলেন শুভেন্দু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়ে বলে এলেন,'দুধ আর জল আলাদা করুন। বাংলায় ১ কোটি ৩২ লক্ষের বেশি ফেক জব কার্ড বেরিয়েছে। এনডিএ সরকার প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা রাজ্যকে ১১ বছরে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৫ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে। সেই দুর্নীতিবাজদের আলাদা করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করুন। এর বাইরে যারা ন্যায্যভাবে জব কার্ডের কাজ করছেন। তাদের কাজ দিন। যা খুশি করুন। আমার কিছু বলার নেই।'

বস্তুত, রাজ্যের বকেয়ার দাবিতে এদিন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের সেই প্রতিনিধি দলের আগেই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসেন শুভেন্দু। সূত্রের খবর, শুভেন্দু নিজের ওই জল-দুধ তত্ত্ব কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীকেও জানিয়ে এসেছেন।

১-ম পাতার পর

ভুক্তভোগী মানুষের জন্য মন্ত্রীর কাছে সময় নেই

দিনের কাজের টাকা বকেয়া আছে। একই সঙ্গে বকেয়া আছে আবাস যোজনার টাকাও। সেই বকেয়া টাকা আদায়ের জন্যই দিল্লিতে তৃণমূলের ২ দিনের ধর্না কর্মসূচি। সেই সূত্রেই তৃণমূলের প্রতিনিধিদল দেখা করতে চেয়েছিল গিরিরাজের সঙ্গে। কিন্তু তিনি দিল্লিতে থেকেই সময় দেননি তৃণমূলকে। এদিন সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি তৃণমূলকে সময় দেন সন্ধ্যা ৬টার সময়। সেই দেরীর কারণ হিসাবে তৃণমূলকে জানানো হয়েছিল মন্ত্রীর বিমান দিল্লি পৌঁছাবে বিকাল ৫টায়। অথচ এদিনই সাধ্বী বঙ্গ বিজেপির নেতা ও বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন বিকাল ৪টের সময়ে মন্ত্রকের দিল্লির অফিসেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই দ্বিচারিতাকেই এদিন নিশানা বানিয়েছেন অভিষেক।

নিজ্জার হত্যা-কাণ্ডে কানাডার সঙ্গে তরজার আগুনে নতুন 'ঘি' ভারতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় খালিস্তানপন্থী সন্ত্রাসবাদী হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডে নয়াদিল্লির ভূমিকা থাকার অভিযোগ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিবাদের মধ্যেই ভারত সরকার কানাডাকে তাদের দেশে নিযুক্ত ৪০ জন কর্মকর্তাকে ফিরিয়ে নিতে বলেছে। ভারত স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যায় ভারতের ভূমিকার অভিযোগের বিষয়ে কানাডার শেয়ার করা যে কোনও তথ্য পরীক্ষা করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত।কানাডা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার বিষয়ে ট্রুডোর দাবির সমর্থনে কোনও প্রমাণ দেয়নি। ট্রুডোর অভিযোগের জবাবে, ভারত কানাডায় তার ভিসা পরিষেবা স্থগিত করেছে এবং কানাডায় ক্রমবর্ধমান ভারতবিরোধী কার্যকলাপ এবং ঘৃণামূলক অপরাধের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য তার নাগরিক এবং কানাডায় ভ্রমণকারীদের জন্য একটি পরামর্শ জারি করেছে। জয়শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন যে কানাডায় ভারতীয় কূটনীতিক এবং মিশনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত হিংসা এবং হুমকির কারণে ভিসা পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল।বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন যে ভারত কোনও তদন্তের জন্য তার দরজা বন্ধ করে না, তবে এটি শুরু করার জন্য কিছু প্রমাণের প্রয়োজন।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর গত সপ্তাহে দাবি করেছেন যে হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার পিছনে ভারতের হাত রয়েছে। এই অভিযোগটিকে ভারত 'অযৌক্তিক' এবং 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছে। এরপরেই ভারত এই নতুন বক্তব্য জানিয়েছে। জয়শঙ্কর, শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং এনএসএ জেক সুলিভানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে বৈঠকের সময় কানাডার অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি।তিনি বলেন, 'আমার ধারণা কানাডিয়ানরা যে শব্দটি ব্যবহার করেছে তা হল অভিযোগ...আমি ইতিমধ্যেই এর উত্তর দিয়েছি...আমরা সবসময় বলেছি যে কোনও তথ্য থাকলে আমাদের জানান। আমি একটা জিনিস খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই। এটা এমন নয় যে আমাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে'। তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের জন্য কিছু দেখার প্রয়োজন হলে, আমরা তা দেখতে রাজি'।

আম্মা হলেন ভারতের মানব কেন্দ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন, যা আজকের অতিমারী পরবর্তী বিশ্বে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য"

নতুন দিল্লি, ৩ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আম্মা, মাতা অমৃতানন্দময়ীজির ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছেন। বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী মাতা অমৃতানন্দময়ীজির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করে বলেছেন, আম্মা হলেন ভারতের সেবা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি। বিশ্বজুড়ে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেওয়ার যে ব্রত আম্মা নিয়েছেন, তা এগিয়ে চলবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেছেন। আম্মার অনুগামী সহ জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে যাঁরা এই উপলক্ষে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। আম্মার সঙ্গে তাঁর ৩০ বছরেরও বেশি সময়ের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী কচ্ছের ভূমিকম্পের পর দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে কাজ করার কথা স্মরণ করেছেন। অমৃতাপুরীতে আম্মার ৬০তম জন্মদিবস উদযাপনেরও স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "এখনও আম্মার হাসিমুখের উষ্ণতা এবং তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার আগের মত একই রকম আছে।" তিনি বলেন, গত ১০ বছরে আম্মার কাজের পরিধি ও প্রভাব বিশ্বজুড়ে আরও ছড়িয়ে পড়েছে। হরিয়ানার ফরিদাবাদে আম্মার উপস্থিতিতে অমৃতা হাসপাতাল উদ্বোধনের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আম্মার উপস্থিতির আভা এবং তাঁর আশীর্বাদের বিভা কথায় প্রকাশ করা কঠিন, আমরা কেবল তা কেবল অনুভব করতে পারি। ভালোবাসা, মমতা, সেবা ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক হলেন আম্মা। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বাহিকা।"

দেশে এবং দেশের বাইরে আম্মা যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছেন সেগুলির সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "স্বাস্থ্য হোক বা শিক্ষা, আম্মার নির্দেশনায় তাঁর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই মানব সেবা ও সমাজ কল্যাণকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে"। দেশের স্বচ্ছতা অভিযানের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাঁরা এই অভিযানকে সফল করতে সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আম্মা। গঙ্গার তীরে শৌচাগার নির্মাণের জন্য আম্মা ১০০ কোটি টাকা দান করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, "বিশ্বজুড়ে আম্মার অনুগামীরা ছড়িয়ে রয়েছেন, আম্মা সবসময়ই ভারতের ভাবমূর্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে সুদৃঢ় করেছেন। প্রেরণা যখন সুমহান হয়, তখন প্রয়াসও সুযোগ্য হয়ে ওঠে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আম্মা হলেন ভারতের মানব কেন্দ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন, যা আজকের অতিমারী পরবর্তী বিশ্বে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আম্মা সবসময়ই বঞ্চিত ও প্রতিবন্ধকতার শিকার ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের ক্ষমতায়নে সচেষ্ট হয়েছেন।" সংসদে কয়েকদিন আগে নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম বিল পাশের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত যে মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার সংকল্প নিয়েছে, তার প্রেরণা হলেন আম্মার মত ব্যক্তিত্বরা। আম্মার অনুগামীরাও তাঁর দেখানো পথে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও প্রগতির প্রসারে কাজ করে চলবেন বলে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পৃথিবীর শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ গুলি কোন দেশের কাছে রয়েছে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এই রণতরীটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রণতরীর মধ্যে একটি। যার গতিবেগ ২৫ নট অর্থাত ৪৬ কিমি প্রতি ঘন্টায়।এবং এটি লম্বায় ২৮০ মিটার বা ৩২০ ফুট ও উতপাদন ক্ষমতা ৬৫০০০ টন।ইংল্যান্ডের তৈরি এই রণতরীটি ২০১৭ সালে রয়াল নেভিতে যুক্ত হয়।এই রণতরীটিতে ২ টি গ্যাস টার্বাইন ইঞ্জিন এবং ৪ টি ডিজেল ইঞ্জিন থাকে। রণতরীটি ইতালির নৌসেনায় ২০০৮ সালে যুক্ত হয়।প্রতি ঘন্টায় ৫৪ কিলোমিটার গতিতে চলতে সক্ষম এবং এটি লম্বায় ৮০০ ফুট।এই রণতরীটিতে প্রপালশান সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে ৪ টি গ্যাস টার্বাইন, ৬ টি ডিজেল জেনেরেটর। এই জাহাজটি নিজের সাথে ৪৮৬ জন ক্রু, ২১১ জন air wing, ১৪০ জন স্টাফ এবং ৩৬০ জন ট্রুফস নিয়ে যেতে পারে।এটি এক টানা ৪৫ দিন একটানা সমুদ্রে থাকতে পারে।এতে ২০-৩০ যুদ্ধ বিমানা এবং হেলিকাপ্টার থাকে পারে।এই জাহাজটি এক সাথে ১৬০০ ক্রু মেম্বার নিয়ে যেতে পারে।এটি এক টানা ২৯০ দিন একটানা সমুদ্রে থাকতে পারে।এই রণতরীটির উপর ৪০ টি ফাইটার প্লেন ও হেলিকাপ্টার থাকে পারে।এতে ৩টি CIWS ওয়েপ্যান সিস্টেম আছে যার সাহায্য শত্রু শিপ মিসাইল ও হেলিকাপ্টারকে ধ্বংস করে দিতে পারে।এছাড়াও এটিতে ৩০ এম এম ডিয়েস ৩০ এম, এম কে টু গানস এবং মিনি গানস আছে।

এই রণতরীটি রাশিয়ার নৌসেনায় ১৯৯০ সালে যুক্ত হয়।যার গতিবেগ ২৯ নট এবং এটি লম্বায় ৩০৫ মিটার ও এর উৎপাদন ক্ষমতা ৬৫০০০ টন। এই রণতরীটিতে প্রপালশান সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে ৪ টি টার্বাইন, ৯ টি টার্বো জেনেরেটর এবং ৬ টি ডিজেল জেনেরেটর। এই জাহাজটি এক সাথে ১৭০০ ক্রু মেম্বার নিয়ে যেতে পারে।এটি এক টানা ৪৫ দিন একটানা সমুদ্রে থাকতে পারে।এটি অ্যামেরিকার সুপার ক্যারিয়ার থেকে বেশ কিছুটা ছোটো হলেও শক্তিশালী ঘাতক হাতিয়ার বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এটিকে অন্য

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৭৩ সংখ্যা ০৪ অক্টোবর, ২০২৩ বুধবার ১৬ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

অভিষেক না এলে ইডি কী করবে?

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ, মঙ্গলবার উপস্থিত হতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগেই নোটিস পাঠিয়েছে ইডি। কিন্তু নিজের এক্স-হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন যে, ৩ অক্টোবর দিল্লিতে পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকায় ওই হাজিরা দিতে পারবেন না তিনি।তলব এবং তার প্রেক্ষিতে হাজিরা নিয়ে সরাসরি মন্তব্য না করলেও, অভিষেকের কৌঁসুলি সঞ্জয় বসু বলেন, "তদন্তকারীদের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা অভিষেক করেছেন। যে ধরনের নথি চাওয়া হয়েছে, দিয়েছেন। ভবিষ্যতে চাইলেও দেওয়া হবে। সাংসদ হিসেবে তাঁর কর্তব্যে বাধা দিতেই অতিসক্রিয় ইডি তাঁকে ২৭ সেপ্টেম্বর নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে।... বারবার সুপ্রিম কোর্ট বলার পরেও... তদন্ত এমন পথে চালিত করার চেষ্টা হচ্ছে, যাতে অভিষেককে দোষী প্রমাণ করা যায়।" অথচ আদালতেই অভিষেকের বিরুদ্ধে ইডির হাতে কোনও তথ্যপ্রমাণ না থাকার কথা স্বীকার করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি।কিন্তু তার পরে কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিংহকে বলতে শোনা গিয়েছে, ৩ অক্টোবর যেন তদন্তের কাজ কোনও মতেই ব্যাহত না হয়। এই পরিস্থিতিতে আইনজীবী মহল থেকে রাজনীতির অলিন্দ সর্বত্র প্রশ্ন, অভিষেক শেষ পর্যন্ত 'না আসার' সিদ্ধান্তে অটল থাকলে, কী করবে ইডি? এই দিনে যে 'তদন্তের কাজে ভাটা পড়েনি', তা পরবর্তী শুনানির দিনে বিচারপতির সামনে কী ভাবে তুলে ধরবে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি? তদন্তের অন্য কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অভিষেককে অন্য দিন তলব হাজারো সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে আদালত চত্বরেকান পাতলেও।ইডি সূত্রে খবর, অন্তত সোমবার বিকেল পর্যন্ত তদন্তে না আসার কথা জানিয়ে কোনও ই-মেল বা চিঠি তাদের কাছে আসেনি। এক ইডি-কর্তার কথায়, "সমাজমাধ্যমে কিছু লেখা তো আর আমরা গ্রাহ্য করতে পারি না। না আসতে পারলে, সরাসরি তা জানানোই দস্তুর। একান্তই আসতে না পারলে, এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তা করা হবে।" নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ানো লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সিইও হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে অভিষেককে। সেই সিইও-র তরফে গরহাজিরার চিঠি এলে, তার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে বলে তাঁর দাবি।

রাজনীতির প্যাঁচে সিদ্ধান্ত শেষ মুহূর্তেও কোন দিকে বাঁক নেয়, তা আগাম আঁচ করাশক্ত। হয়তো সেই কারণে পোড়খাওয়া আইনজীবীদের কেউ কেউ বলছেন, যেহেতু সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছেন, তাই মঙ্গলবার ইডি-র দফতরে অভিষেকের হাজির না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু তবু যতক্ষণ সে কথা চিঠি বা ই-মেলে না জানাচ্ছেন, ততক্ষণ একশো শতাংশ নিশ্চিত হওয়া কঠিন।কিন্তু শেষমেশ যদি অভিষেক না যাওয়ার কথাই জানিয়ে দেন? সে ক্ষেত্রে কী করতে পারে ইডি?

আইনজীবীদের একাংশের দাবি, তদন্ত ব্যাহত না হওয়ার যে কথা বিচারপতি সিংহকে আদালতে বলতে শোনা গিয়েছে, তা তাঁর পর্যবেক্ষণ। লিখিত নির্দেশে নেই। আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, অভিষেকের হাজিরা সে দিনের জন্য মকুব করলে ইডি-কে কোর্টে একই সঙ্গে বোঝাতে হবে যে, তাতে সে দিন তদন্তের ব্যাঘাত ঘটেনি।গত শুনানিতে ইডি-র তদন্তকারী অফিসারকে সরিয়ে দেওয়ার পরে আদালতে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি জানিয়েছে, ১০ অক্টোবরের মধ্যে তারা বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবে। আইনজীবীদের একাংশের মতে, সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে অভিষেককে এক বার অন্তত জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ইডি। তা ছাড়া, ৩ থেকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের দুই ডিরেক্টর অমিত ও লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (অভিষেকের বাবা-মা) ডেকে এমনিতেই জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা। ফলে, ১০ অক্টোবর আদালতে ইডি কী রিপোর্ট জমা দেয়, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে।ইডির ডাকে অভিষেকের না আসা নিয়ে আইনজীবী তথা সিপিএম সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, "অভিষেক রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে চিঠি দিয়ে তদন্তকারী সংস্থার কাছে সময় চাইতেই পারেন। তদন্তকারী সংস্থা ফের তাঁকে তলব করতে পারে অথবা কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে পারে।" আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণের মতে, "তদন্তকারী অফিসার যদি মনে করেন যে, অভিযুক্ত কিংবা সাক্ষী তলব এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন, একমাত্র তবেই তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্টো দিকে পাল্টা যুক্তি উঠতেই পারে যে, আগেও তলবে সাড়া দেওয়া হয়েছে। তাই তলব এড়ানোর উদ্দেশ্য নেই।"

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

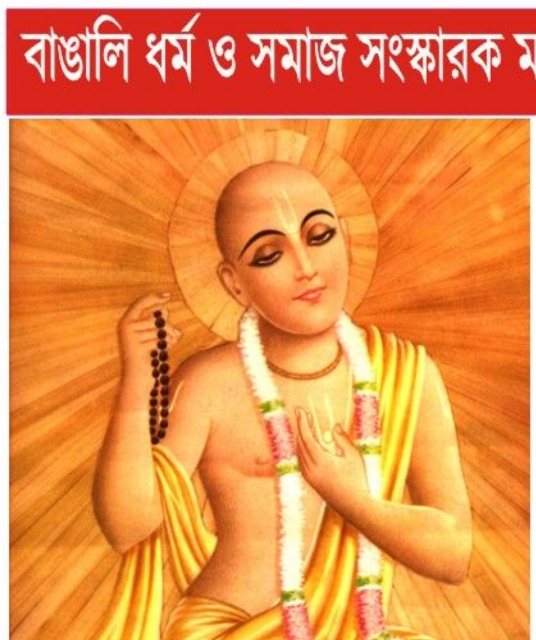

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলে মনে করেন। তিনি বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণ রূপে পরম সত্ত্বার পূজা প্রচার করেন এবং জাতি- বর্ণ নির্বিশেষে আচন্ডাল ব্রাহ্মণের কাছে 'হরিনাম' মহামন্ত্রটি জনপ্রিয় করে তোলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ," চন্ডালহোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ"।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঈশ্বর কি ! জানার একমাত্র উপায়!

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

কেউ দরিদ্র, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ- মানুষের মধ্যে এই বিভেদে একটা কারণ আছে। মানুষের কর্মফলই এই বিভেদের জন্য দায়ী। সুকর্ম করলে সুফল এবং কুকর্ম করলে কুফল পাওয়া যায়। মানুষের এই শুভাশুভ ফল যাতে সঞ্চিত থাকে তাকে অদৃষ্ট বলে। জীব নিজে তার অদৃষ্টকে জানে, তাই জীবের পক্ষে অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন চৈতন্যময় সত্ত্বাই এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রন করেন এবং সে চৈতন্যময় সত্ত্বাই ঈশ্বর।

এখন প্রশ্ন হল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? পাত্রভেদে ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে আছে, 'অরূপবদেব হি, তৎপ্রধানত্বাৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম নিশ্চিতভাবেই নিরাকার, কারণ তিনি বেদ ও বেদান্তের প্রধান প্রতিপাদ্য (বর্ণনীয়) বিষয়। পরে বলা হয়েছে- 'তদব্যক্তমু আহ হি' অর্থাৎ শাস্ত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়াতীতও বলে উপদেশ দিয়েছেন। 'কেন' উপনিষদে আছে, 'সেই ব্রহ্মে চক্ষু গমন করে না তর্থাৎ চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না, বাক্য দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যায় না এবং মন দ্বারাও তাকে মনন বা চিন্তা করা যায় না'। সোজা কথায় ব্রহ্ম চক্ষু, কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরাকার। ঈশ উপনিষদে আছে- 'যিনি ব্রহ্ম হতে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত ভূত বা বস্তুকে আত্মাতেই দর্শন করেন এবং সমস্ত ভূত বা বস্তুর মধ্যে নিজের আত্মাকেই দর্শন করেন, তিনি এ রকম দর্শনের পর কাউকে ঘৃণা করেন না'। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজমান। একমাত্র নিরাকার বস্তুই সর্বভূতে বিরাজিত থাকতে পারে।

বেদান্ত মতে ঈশ্বর স্বরূপত নির্গুণ, নিরাকার এবং অব্যক্ত হলে ঈশ্বরের সাকার রূপের কল্পনা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে, 'বৃদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ' অর্থাৎ উৎপাসনার সুবিধার্থে ব্রহ্মের পাদ আদি রূপ কল্পনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্ম চার পাদ ও ষোড়শ-কলা বিশিষ্ট। প্রকাশবান, অনন্তবান, জ্যোতিষ্মান ও আয়তনবান এই হল ব্রহ্মের চার পাদ। প্রতি পাদে চার কলা রয়েছে। প্রকাশবানে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক নামক কলা, অনন্তবানে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ও সমুদ্র নামক কলা, জ্যোতিষ্মানে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ নামক কলা এবং আয়তনবানে প্রাণ চক্ষু, কর্ণ ও মন নামক কলা রয়েছে। ব্রহ্মের এই সাকার রূপ কাল্পনিক ও রূপক কারণ কোন বস্তুর রূপ ঐ রকম থাকতে পারে না। মূলত ব্রহ্মকে সহজ উপায়ে চিন্তা করার জন্য তাঁর রূপের কল্পনা করা হয়েছে।ব্রহ্মসূত্রে আছে- 'স্থানবিশেষাৎ, প্রকাশাদিবৎ' অর্থাৎ স্থান বিশেষের জন্য ব্রহ্মের সাকার রূপ কল্পনা করা হয়ে থাকে; যেমন- আকাশ, আলোক প্রভৃতির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একটি ঘটের মধ্যস্থ আকাশ আর বাইরের আকাশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, শুধু নাম বা উপাধির পার্থক্য থাকে। তদ্রূপ ঘরের ভেতরের আলো ও বাইরের আলো একই, শুধু পৃথক নাম ও উপাধি দেয়া হয় মাত্র। যখন ঘটের বিনাশ হয় তখন ঘটের ভিতরের ও বাইরের আকাশ এক হয়ে যায়, তেমনি ঘরের বিনাশ হলে ঘরের ভেতরের ও বাইরের আলো এক হয়ে যায়। শুধু নাম বা উপাধির জন্যই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার বলে মনে হয়।

জ্ঞানযোগীর নিকট ব্রহ্ম নিরাকারও হলে ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সাকার ও সচ্চিদানন্দময়। ভক্তগণ সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবানের সাথে প্রভূ, বন্ধু, মাতা, পিতা প্রভৃতি সম্বন্ধ পাতিয়ে তাঁর মূর্তিতে পূজা-অর্চনা করে আনন্দ পান। তারা অনমত্ব ও অসীম ঈশ্বরকে ভক্তিডোরে বেঁধে সীমার মাঝে আনতে চান। কিন্তু ভক্ত যখন সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে পরাভক্তি অর্জন করেন, তখন ঈশ্বরকে কোন বিশেষ মূর্তির মধ্যে না দেখে সর্বভূতেই দর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বাইরে নয়, অন্তরেই অবস্থান করেন। সাধক মূলত অন্তরের ঈশ্বরের প্রতিবিম্বই বাইরে দর্শন করেন।

ঈশ্বর যদি নিরাকারই হয়ে থাকেন তবে তিনি সাকার হন কিভাবে? অনেক সাধক সাধনাবলে ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন করতে পারেন; কিন্তু কিভাবে? ঈশ্বরের সাকার রূপ আসলে কি? মূলত পাত্রভেদে ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন আকার-আকৃতি চিন্তা করে। যে ভক্ত বুদ্ধি বা জ্ঞান-বিচার করে উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর সাকার এবং সাধনাবলে তাঁকে দর্শন করা সম্ভব, সে ভক্তের মনে ঈশ্বরের একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়। ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি মন এবং মনের অধিপতি বুদ্ধি বা জ্ঞান। ভক্তের জ্ঞান-বুদ্ধি বলে ঈশ্বর সাকার। যেহেতু বুদ্ধি মনের অধিপতি সেহেতু বুদ্ধির নির্দেশে ভক্তের মনে ঈশ্বরের একটি চিত্র অঙ্কিত হয়। ঈশ্বরের সে চিত্রকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁর মন পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়কে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ও ত্বক) নির্দেশ দেন। তখন ভক্ত সাধনাবলে যে মায়াকে বশীভূত করতে পেরেছেন, সে মায়া তাঁর পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে। পরিশেষে ভক্ত মনের কল্পিত ঈশ্বররের মায়াময় রূপ চক্ষুর সম্মুখে দর্শন করেন। মায়া দ্বারা বশীভূত ঐ চক্ষুই দিব্য-চক্ষু নামে খ্যাত। সুতরাং ঈশ্বর স্বরূপত নিরাকার এবং তাঁর সাকার রূপ মূলত মায়াময়। মায়া যেহেতু অস্থায়ী, সেহেতু ঈশ্বরের সাকার রূপও অস্থায়ী।

ঈশ্বরের সাকার রূপ একেক জনের নিকট একক রকম। দপর্ণের সম্মুখে কোন বস্তু রাখলে দর্পণে বস্তুটির যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তা দেখে মনে হয় যে, ঐ দর্পণের মধ্যে বস্তুটির অস্তিত্ব আছে। তদ্রূপ অন্তকরণে থাকা ঈশ্বরের কাল্পনিক রূপের প্রতিবিম্ব দেখে মনে হয় সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যিনি জ্ঞানযোগী তিনি জ্ঞান-বিচার করে উপলব্ধি করেন- ঈশ্বর নিরাকার। ফলে তাঁর মনে ঈশ্বরের কোন কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয় না। তিনি মায়াকে বশীভূত করেছেন বলে তাঁর সম্মুখে ঈশ্বরের কোন মায়াময় সাকার রূপও উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানযোগীরা ঈশ্বরকে বড় জোর কোন জ্যোতি বা আলোকরশ্মি রূপে কল্পনা করেন কিন্তু কখনই সাকার মূর্তির কল্পনা করেন না। জ্ঞানযোগীরা বলেন, ঈশ্বরের যদি দেহ থাকে তবে তাঁর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চৈতন্য থাকবে। যদি ঈশ্বরের মন থাকে তবে তাঁর ইচ্ছা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি থাকবে কারণ এগুলো মনের বৃত্তি। কিন্তু ঈশ্বর তো সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির উর্ধে, কেননা ঐ সব গুণ থাকলে ঈশ্বর পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়বেন। আবার দেহ ও মন যেহেতু নশ্বর, সেহেতু ঈশ্বরও নশ্বর হবেন। সুতরাং যেহেতু ঈশ্বর অবিনশ্বর সেহেতু তিনি সাকার নন।

অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের মতে ঈশ্বর ও জীবে কোন ভেদ নেই অর্থাৎ জীবই ঈশ্বর কিন্তু মায়ার কারণে মনে হয় ঈশ্বর জীব থেকে পৃথক। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে- সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঅর্থাৎ সব কিছুই ব্রহ্ম। কঠ উপনিষদে আছে, 'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাসিত্ম কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।' অর্থাৎ এই জগতে ব্রহ্ম হতে পৃথক কিছুই নেই, এই তত্ত্বটি সংস্কৃত মন দ্বারাই উপলব্ধি করতে হবে। যে ব্যক্তি এই জগৎকে ব্রহ্ম হতে পৃথক মনে করে, সে মৃত্যু হতে মুক্তি পায় না। মানুষ এভাবে প্রতিটি বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তাঁর হিংসা দূরীভূত হয়ে যেত কারণ যাকে হিংসা করবে সেও তো ঈশ্বর। পরিশেষে একথাই বলা চলে যে, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য এবং অসীম। তাই সীমাবদ্ধ চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অব্যক্ত বলেই দুর্লভ। ঈশ্বর যদি সুলভ বস্তু হতেন, তবে তিনি সকলের পরম আরাধ্য হতেন না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে রাভিনার বিস্ফোরক মন্তব্য

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন নব্বই দশকের শুরুতে চলচ্চিত্রে পা রাখেন। তিনি এরই মধ্যে জীবনের ৪৮টি বসন্ত পার করে এসেছেন। তবে বয়স তার চেহারায় ছাপ ফেলতে পারেনি মোটেই। রাবিনার ফিটনেস এবং সৌন্দর্যের রহস্য জেনে অবাক না হয়ে উপায় নেই। রাবিনা বেশ কয়েক বছর বিরতির পর সম্প্রতি ওটিটিতে ফিরেছেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে নিজের সুদীর্ঘ ক্যারিয়ারের বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিয়ে কথা বলেছেন নায়িকা। একবার তার ঠোঁটে এক অভিনেতার ঠোঁট স্পর্শ করায় দারুণ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন রাভিনা। নাম প্রকাশ না করলেও সেই অভিনেতার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তিনি।

লেহরেন রেট্রো-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রাভিনা বলেন, 'এক অভিনেতার সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং করছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে তার ঠোঁট আমার ঠোঁটে লেগেছিল। যদিও দৃশ্যটিতে তা প্রয়োজন ছিল না। আমার বমি আসছিল, তারপর আমি আমার রুমে চলে যাই। কারণ আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম; এটি মেনে নিতে পারছিলাম না।'

উল্লেখ্য, বলিউডের অন্দরমহলে যাদের যাতায়াত- তাদের সূত্রে জানা গেছে, অক্ষয় এবং রবিনার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে সেই সম্পর্ক চলার পরে, তারা বিয়ের সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেম শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিকে এগোয়নি। কোনো এক কারণে সেই প্রেম ভেঙে যায়। অনেকে বলেন, এর পিছনে কারণ ছিলেন শিল্পা শেঠি।

ববির অনাবৃত শরীর দেখে যে মন্তব্য করে বসলেন এষা

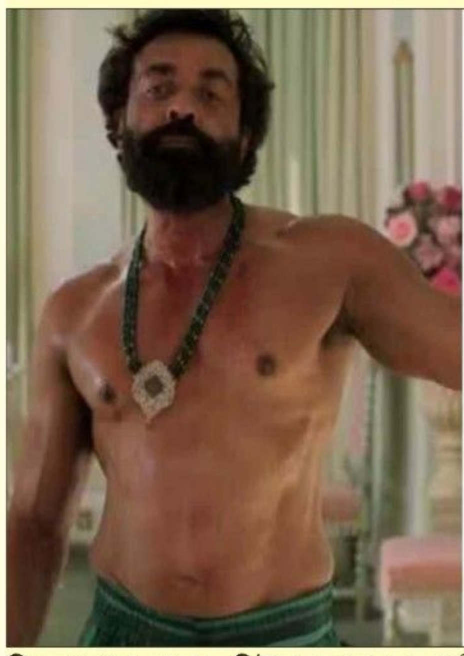

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'গদর ২' এর সময় থেকেই কাছাকাছি এসেছেন ধর্মেন্দ্রের দুই পক্ষের ছেলে-মেয়েরা। ভাই সানি দেওলের ছবি মুক্তির সময় গলা ফাটান এষা দেওল। এবার পালা ববি দেওলের।

বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে 'অ্যানিমাল' ছবির টিজার। ২ মিনিট ২৬ সেকেন্ডের টিজারজুড়ে প্রায় গোটাটাই রণবীর কাপুর। যদিও মাঝে কয়েক সেকেন্ড রয়েছেন রাশমিকা ও অনিল কাপুর। সবার শেষে এক ঝলক দেখা যায় অভিনেতা ববি দেওলকে। পরনে সবুজ ধুতি, গলায় হার, হাতে ছুরি, অনাবৃত শরীর। কয়েক ঝলকেই যেন দর্শকের নজর কেড়েছেন অভিনেতা। ভাইয়ের এই ছবি দেখে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় এষা দেওল লেখেন, "শুধুই শেষ দৃশ্যটা দেখার জন্য অপেক্ষা করুন।"

দেওল পরিবারের দুইপক্ষের সমীকরণ নিয়ে কম আলোচনা হয়নি বলিপাড়ায়। ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হেমা মালিনীর মনোমালিন্য কারও অজানা নয়। তার প্রভাব পড়েছে দুই পক্ষের সন্তানদের সম্পর্কের উপরেও। ভাই-বোন হলেও গত চার দশক ধরে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখেছেন সানি ও ববি এবং এষা ও অহনা।

তবে 'গদর ২'-এর মাধ্যমে সম্পর্কের বরফ গলেছে তাদের। এবার 'অ্যানিমাল' ছবিতেই সৎ ভাই ববির জন্য একই কাজ করলেন এষা। 'অ্যানিমাল' ছবি টিজারটি শেষ হয় ববি দেওলকে দিয়েই। তবে তার মুখে কোনও কথা নেই। শুধুই ছুরি হাতে ইশারা করতে দেখা যায় তাকে। তাতেই নজর কেড়েছেন অভিনেতা। আগামী ১ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবিটি।

'ডানকি' ও 'সালার' নিয়ে মুখোমুখি শাহরুখ-প্রভাস

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এবার বড় বাজেটের দুই ছবি নিয়ে মুখোমুখি হচ্ছেন শাহরুখ খান ও প্রভাস। একই দিনে মুক্তি পেতে যাচ্ছে প্রশান্ত নীলের সঙ্গে প্রভাসের 'সালার' এবং রাজকুমার হিরানির সঙ্গে শাহরুখ খানের 'ডানকি'। দু'টি সিনেমাই এর আগে মুক্তি পিছিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত একই সময়ে মুক্তি পেতে যাচ্ছে এই বিগ বাজেটের দুই সিনেমা।

যার ফলে ভারতীয় বক্স অফিস দেখতে যাচ্ছে ইতিহাসের অন্যতম এক মহারণ! এত দিন ভিন্ন ভিন্ন গুঞ্জন থাকলেও শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালেই পাল্টে গেল যাবতীয় সব সমীকরণ। চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশ্লেষক মনোবালা বিজয়বালান এক্সে

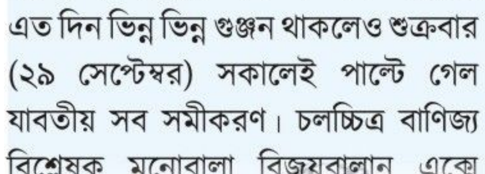

(টুইটার) 'সালার' মুক্তির তারিখ সম্পর্কে আপডেট শেয়ার করেছেন। আগামী ২২ ডিসেম্বেরেই মুক্তি পাচ্ছে প্রভাসের 'সালার'। বিরাট বাজেটের এই অ্যাকশন সিনেমার পরিচালক 'কেজিএফ' খ্যাত প্রশান্ত নীল।

অন্যদিকে এখন পর্যন্ত নিজেদের ঘোষিত সর্বশেষ মুক্তির শিডিউলেই অটল রয়েছেন শাহরুখ খান। শাহরুখ খান অভিনীত রাজকুমার হিরানির 'ডানকি' মুক্তি পাচ্ছে বড়দিনের ছুটিতেই। যার ফলে মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন প্রভাস ও শাহরুখ খান। এর আগে ২৮ সেপ্টেম্বর মুক্তির কথা থাকলেও কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সালারের মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন এটি ২২ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে। শাহরুখ-হিরানির 'ডানকি' ইতোমধ্যে একই সময়ে অর্থাৎ বড়দিনের ছুটিতে স্লট বুক করেছে বলে জানা গেছে। তবে মুক্তির নির্দিষ্ট তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি ডানকির।

এদিকে একই সময়ে দুটি বহুল প্রত্যাশিত সিনেমার মুক্তির সংবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন সিনেপ্রেমীরা। প্রভাসের এমন সিদ্ধান্তে মোটেই খুশি নন ভক্তরা। অনেকেই আবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রভাসের ওপর। সামাজিক মাধ্যমে তাদের বক্তব্য, 'পরপর ফ্লপেও শিক্ষা হয়নি প্রভাসের!' অনেকে বলছেন, 'শাহরুখের এই দুর্দান্ত ফর্মে প্রভাস আরেকটা ধাক্কা খেতে যাচ্ছে।' অবশ্য কারো কারো মতে, 'প্রভাসের সালারের কাছে মুখ থুবড়ে পড়বে শাহরুখের ডানকি!'

প্রশান্ত নীল পরিচালিত সালারে মূল ভূমিকায় অভিনয় করছেন প্রভাস। প্রভাস ছাড়াও সিনেমাটিতে আরো রয়েছেন পৃথ্বিরাজ সুকুমারন, শ্রুতি হাসান, জগপতি বাবুসহ অনেকে। অপরদিকে রাজকুমার হিরানির পরিচালনায় 'ডানকি'তে শাহরুখ খানের সঙ্গে আরো রয়েছেন তাপসী পান্নু, ভিকি কৌশল, বোমান ইরানি, সতীশ শাহ ও ধর্মেন্দ্র।

ক্রিকেটার বিয়ে করতে যাচ্ছেন পূজা হেগড়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পরিণীতি চোপড়ার বিয়ের পর আরেক অভিনেত্রীর বিয়ের খবর মিলছে বলিউডের বাতাসে। শোনা যাচ্ছে, বিয়ে করতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী পূজা হেগড়ে। মোটামুটি সব কিছুই নাকি ঠিকঠাক! খুব শিগগিরই নাকি নিজের বিয়ের খবর সবার সামনে আনবেন পূজা। তবে কে সেই ক্রিকেটার, সেই সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি এখনো।

সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুসারে, বেশ কিছুদিন ধরেই নাকি মুম্বাইবাসী এক ক্রিকেটারের সঙ্গে মেলামেশা করছেন পূজা। তার সঙ্গেই নাকি সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন পূজা। তবে এই বিয়ে নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ অভিনেত্রী। কে এই ক্রিকেটার তাও ফাঁস করছেন না পূজার ঘনিষ্ঠ কেউ।

পূজা হেগড়ের বিয়ের গুঞ্জন সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আগে জানা গিয়েছিল যে পূজা হেগড়ে কর্ণাটকের একজন ক্রিকেটারের সাথে ডেটিং করছিলেন, যদিও সেই বিষয়ে কখনো মুখ খোলেননি পূজা। সম্প্রতি সালমান খানের 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' চলচ্চিত্রেও দেখা গেছে পূজাকে।

পূজার সঙ্গে আগামী দুটি সিনেমা করেতে যাচ্ছেন সালমান খান। এরপরই সালমান খানের সঙ্গে পূজার প্রেমের গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়ে। যদিও পূজা সালমানের বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। সিনেমার ক্যারিয়ারে এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নন পূজা। হৃতিকের সঙ্গে 'মহেঞ্জোদারো' দিয়ে বলিউডে পা রাখেন পূজা।

এর পর 'রাধে শয়াম', 'সার্কাস', 'বিস্ট'-এর মতো চলচ্চিত্রে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। দক্ষিণের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী বর্তমানে বলিউডেও নিয়মিত কাজ করছেন। সামনে বেশ কিছু বিগ বাজেটের সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এই অভিনেত্রী।

নাসিম শাহর

ইনজুরির জন্য পিসিবি দায়ী; মঈন খানের দাবি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুর্দান্ত সময় পার করছিলেন নাসিম শাহ। দারুণ গতির সঙ্গে নিখুঁত লাইনে টানা বল করার পাশাপাশি এগারো নাম্বারে নেমে চার-ছয় দিয়ে দলের রানের চাকাও ঘোরাতে সক্ষম ছিলেন পাকিস্তানের এই তারকা। অথচ, কাঁধের ইনজুরিতে শেষ পর্যন্ত আর বিশ্বকাপটাই খেলা হচ্ছে না তার। ইনজুরির পর করা স্ক্যান রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, অন্তত ৬ মাসের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে নাসিমকে। তবে নাসিমের ইনজুরিকে এমন সহজভাবে নিতে নারাজ পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী উইকেটরক্ষক মঈন খান। তার মতে, পিসিবির ফিজিও এবং মেডিকেল টিমের গাফিলতির কারণেই প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না ২০ বছর বয়সী পেসারের। নাসিমকে কোন প্রকার বিশ্রাম না দিয়ে টানা খেলানোর ফল এটি। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ক্রিকেট পাকিস্তান'কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন মঈন, 'নাসিমের চোট পাকিস্তান দলের মেডিকেল প্যানেল ও ফিজিওদের জন্য একটি বিপর্যয়। কারণ, সে (নাসিম) তার সমস্যা নিয়ে তিন-চার মাস ধরে অভিযোগ জানিয়ে আসছিল। এরপরেও তারা ওকে টানা খেলিয়েছে।'

পাকিস্তানের মেডিকেল দলকে জবাবদিহিতায় আনার দাবিও করেছেন মঈন 'দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেডিকেল প্যানেলের মতামত জানা আবশ্যক। বিশেষ করে অধিনায়কের জন্য এটা জানা আরও জরুরি। অধিনায়ক সেই অনুযায়ী একজন খেলোয়াড়ের "ওয়ার্ক লোড" নিয়ন্ত্রণ করে। দলের সব খেলোয়াড় প্রতিভাবান। তাই একই কম্বিনেশন খেলিয়ে পুরো বছর কাটিয়ে দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করা ঠিক নয়।'

ভারতের বিশ্বকাপ দলে হঠাৎ আশ্বিন কেন?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। আইসিসির এই গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে অংশ নিবে ১০টি দল। তবে ঘরের মাটিতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের দলে শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন এনেছে ভারত। চোটের কারণে ছিটকে গেছেন অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল। তার জায়গায় বদলি হিসেবে দলে এসেছেন অভিজ্ঞ স্পিনার রবিচন্দ্রন আশ্বিন। ২৮ সেপ্টেম্বর ছিল বিশ্বকাপের দলে পরিবর্তনের শেষ দিন।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের কাছে হেরে যাওয়া ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন অক্ষর। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষটির জন্য তাকে দলে রেখেছিলেন ভারতের নির্বাচকরা। তবে ম্যাচ খেলার মতো ফিট হয়ে উঠতে পারেননি এই অলরাউন্ডার।

অন্যদিকে অভিজ্ঞ অফস্পিনার আশ্বিন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে দুটি ম্যাচ খেলেছেন। এই ২ ম্যাচে তিনি উইকেট নিয়েছেন ৪টি। তাতেই নির্বাচকদের মন জয় করে দলে জায়গা পেয়েছেন তিনি। অবশ্য ভারতের ঘোষিত প্রথম ১৫ সদস্যের দলে ছিলেন না এই অফ স্পিনার।

এর আগে ভারতের হয়ে ২০১১ ও ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছেন অভিজ্ঞ আশ্বিন। ২০১১ সালে প্রথম বিশ্বকাপে ৪ উইকেট পাওয়া আশ্বিন ২০১৫ বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে নিয়েছেন ১৩ উইকেট।

ইনজুরিতে মেসি;

মায়ামির জার্সিতে মাঠে নামবেন কবে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসিকে ছাড়া পুরোপুরি এলোমেলো ইন্টার মায়ামি। চোটের কারণে ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে মাঠে নামতে পারেননি বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। হিউস্টন ডায়নামোর বিপক্ষে মেসিকে ছাড়া মাঠে নেমে সেদিন পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পায় মায়ামি। একই সঙ্গে হাতছাড়া করে শিরোপাও। ইন্টার মায়ামির জার্সিতে ইনজুরি আক্রান্ত মেসি কবে মাঠে ফিরতে পারবেন সেই প্রশ্ন এখন সকলের। জানা যায়, মেসির ডান পায়ের পেছনের অংশে এখনও অস্বস্তি রয়েছে। এমন অবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে মেসি মাঠে নামলে আরও বড় ইনজুরিতে পড়তে পারেন তিনি। ম্যাচটি ইন্টার মায়ামির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে নিউইয়র্ক এফসির বিপক্ষেও মেসির খেলা নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটিতে মেসিকে কিছু সময়ের জন্য হলেও মাঠে নামাতে চাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও সেটি পুরোপুরি নির্ভর করছে মেসি কতটুকু সেরে উঠতে পারেন সেটির ওপর।

বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলতে

প্রস্তুত প্রোটিয়ারা: রাবাদা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের মঞ্চে সব সময়ই 'চোকার' আখ্যা পেয়ে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রায় সব আসরেই দুর্দান্ত পারফর্ম করেও এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের শিরোপা ছুঁয়ে দেখা হয়নি প্রোটিয়াদের। তবে এবার ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম লেখাতে চায় তারা। প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাদার বিশ্বাস, ভারতে আয়োজিত এবারের বিশ্বকাপ জিতবে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথমবারের মতো তারা শিরোপা ঘরে তুলতে প্রস্তুত। এবার তাদের ইতিহাস রচনা করার সময় হয়েছে বলেও মনে করেন ডানহাতি এই পেসার।

আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাবাদা বলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জিনিস কখনো ঘাটতি ছিল না, সেটা হলো বিশ্বাস। তারা কখনো আত্মবিশ্বাসহারা হয় না। তাই আমরা টুর্নামেন্টে সেই বিশ্বাস নিয়েই যাচ্ছি যে আমরা এটা জিততে পারি।'

'আমাদের সামর্থ্যবান খেলোয়াড় রয়েছে। আমি আশা করছি, আমরা এবার প্রথমবারের মতো ফাইনাল খেলবো এবং বিশ্বকাপ জিতবো। এটি কঠিন হতে যাচ্ছে। তবে এটি বেশ উপভোগ্যও হবে। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা একে অপরের বিপক্ষে খেলবে, তারা একটি ট্রফির জন্য লড়বে। আমরা সেই চ্যালেঞ্জ নিতে মুখিয়ে আছি'- যোগ করেন প্রোটিয়া এই পেসার।

আল-হিলালকে জেতালেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবে অভিষেক গোলটি এবারও পেলেন না নেইমার জুনিয়র। তবে নিজে গোল না পেলেও সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়ে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয় আল-হিলাল ও আল-শাবাব। ম্যাচটিতে ২-০ গোলের জয় পায় নেইমারের দল আল-হিলাল। দলের হয়ে গোল করেন কালিদু কুলিবালি ও আলেকজান্ডার মিত্রোভিচ। ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই জালের দেখা পেতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৭ মিনিটে প্রথম লক্ষ্যভেদ করেন সেনেগাল তারকা কালিদু কুলিবালি। গোলটিতে অ্যাসিস্ট করেন নেইমার। কর্নার কিক থেকে ব্রাজিল তারকা গোলের সামনে বল দেন। আর হেড থেকে দলকে লিড গোল এনে দেন কুলিবালি। এরপর ৭৫ মিনিটে আবারও গোলের দেখা পায় হিলাল। এবারও গোলের পেছনের কারিগর নেইমার। তিনি সতীর্থ মিত্রোভিচকে বল দিলে প্রথম শটে সফল না হলেও ফিরতি শটে লক্ষ্যভেদ করেন সার্বিয়ান স্ট্রাইকার। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে নেইমার বাহিনী।

বিশ্বকাপে 'মাথা গরম'

করবেন না কোহলি!

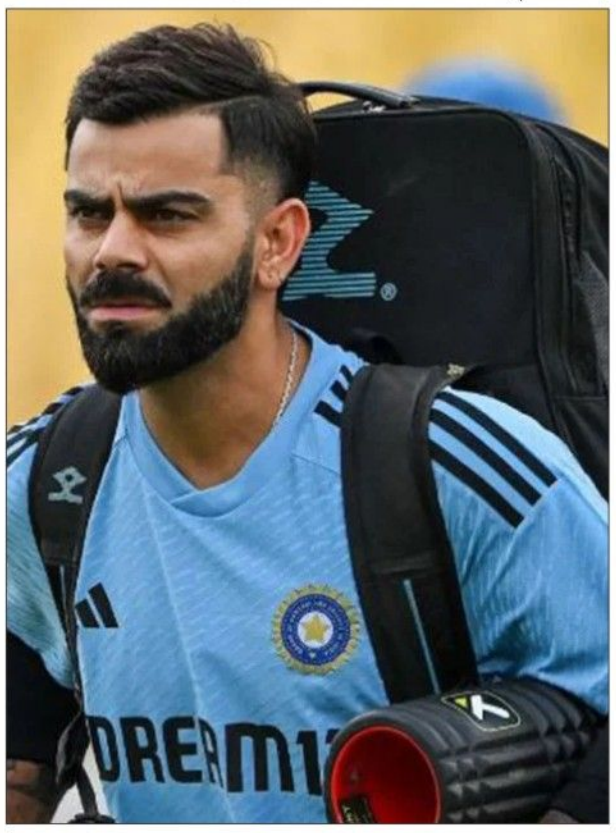

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট খেলা শুরু করার পর থেকেই বেশ আবেগপ্রবণ বিরাট কোহলি। রাগ, হতাশা, দুঃখ, আনন্দ, মাঠে সবকিছুরই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। অতীতে বার বার বিপক্ষের কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে ঝামেলা, ম্যাচের মাঝে স্লেজিং বা মাথা গরম করতে দেখা গেছে তাকে। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে কোহলি জানালেন, তিনি পাল্টে গিয়েছেন। আর কোনও দিন তাকে মাথা গরম করতে দেখা যাবে না।

বিশ্বকাপের আগে আইসিসি-র ওয়েবসাইটে কোহলি বলেছেন, "আগে অনেক বার রেগে গিয়ে উচ্ছ্বাস করেছি। কিন্তু এখন এগুলো সবই অতীত। আর ফিরে আসবে না। সেই সময়ে অনেকের কাছ থেকে অনেক উপদেশ পেয়েছি। অনেকেই বিভিন্ন কথা বলেছেন। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা ধরিয়ে দিয়েছেন। সব কিছু থেকেই শিক্ষা নিয়েছি।"

নিজের ক্যারিয়ার নিয়েও মুখ খুলেছেন কোহলি। ২০১৯-এর পর থেকে দীর্ঘ দিন শতরান পাননি। বড় রানও আসছিল না। কোহলির সময় শেষ কি না, এই প্রশ্নও উঠেছিল। কিন্তু ২০২১-এর এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করার পর থেকে কোহলি আর থামেননি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪১টি ইনিংস খেলে ১৭৬৯ রান করেছেন। সব ফরম্যাটে শতরান হয়ে গিয়েছে।

খারাপ ফর্মের সেই সময় নিয়ে কোহলি বলেছেন, "যখন দারুণ ফর্মে ছিলাম, সেই সময়ের ভিডিওগুলো খুঁজে বের করি। দেখেছিলাম সেই একই নড়াচড়া, বলের প্রতি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি, সব ঠিকঠাকই রয়েছে। পরে বুঝলাম আসল সমস্যাটা হচ্ছিল আমার মাথার মধ্যে। সেটা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু এটা ঠিক হয়ে যেতেই আবার ব্যাটে রান আসতে শুরু করে।"

রোনালদোর গোলে

আল নাসর শিবিরে স্বস্তি

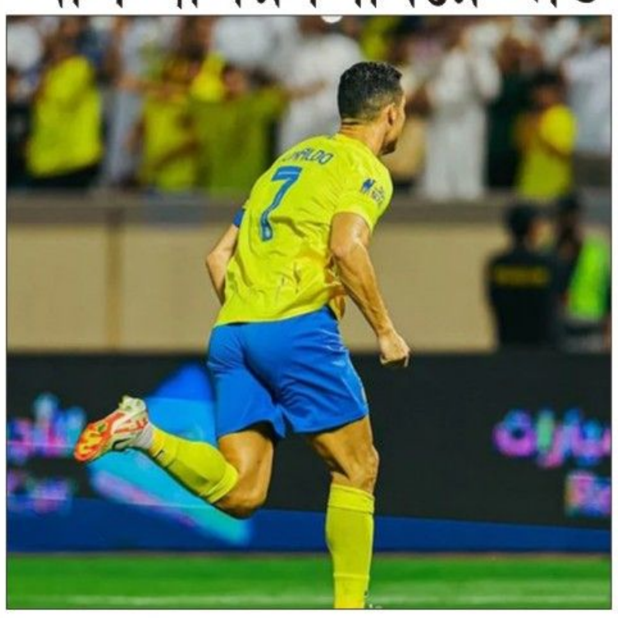

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৌদি প্রো লিগে দারুণ সময় পার করছে আল নাসর। পর্তুগালের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর শেষ দিকের গোলে আল তাইকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা। এই জয়ের ফলে টানা ষষ্ঠ ম্যাচ জিতলো আল নাসর।

আল তাইয়ের বিপক্ষে প্রথমার্ধেই এগিয়ে যায় আল নাসর। ম্যাচের ৩২ মিনিটে রোনালদোর অ্যাসিস্টে নাসরকে এগিয়ে নেন তালিসকা। প্রথমার্ধে লিড নিয়ে বিরতিতে যায় নাসর। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরে আল তাই। ৭৯ মিনিটে মিসিডান গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি পায় আল নাসর। সেই পেনাল্টি থেকেই জয় নিশ্চিত করেন পর্তুগিজ তারকা। সাত ম্যাচ খেলে রোনালদোর এটি দশম গোল।

আইফোন হারিয়েছেন

'ভুলোমনা' রোহিত

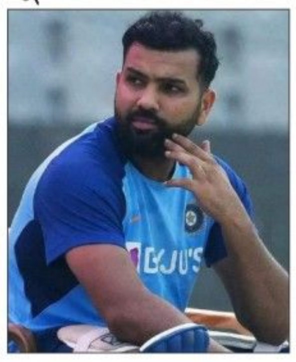

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের মাটিতে পাঁচ দিন পরই শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। তবে ঘরের মাটিতে আইসিসির মেগা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বেশ বিপাকেই পড়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সবশেষ সিরিজে হারিয়ে ফেলেছেন নিজের আইফোন।

এমনিতে দরকারি জিনিস ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে 'সুনাম' রয়েছে রোহিতের। মাঝেমাঝেই পাসপোর্ট, ফোন, দরকারি কাগজ ভুলে যান বা হোটেলে ফেলে আসেন। জানা গেছে, রাজকোটে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় ম্যাচের আগে নিজের আইফোন হারিয়ে ফেলেছেন রোহিত। এখনও তা খুঁজে পাননি।

ম্যাচের আগের দিন অধিনায়ক হিসেবে সংবাদ সম্মেলন এবং ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে নেট সেশনে অংশ নিয়েছিলেন রোহিত। এরই এক ফাঁকে তার আইফোনটা হারিয়ে যায়। পরে ফোনটি সুইচ্ড অফ পাওয়া যায়। লোকেশন ট্র্যাক করে দেখা গিয়েছে, শেষ বার সেটি রিং রোডে দেখা গিয়েছে। রোহিত এখনও পুলিশে অভিযোগ জানাননি। কিন্তু ফোনটি এখনও পাওয়া যায়নি। ভারতীয় দল রাজকোট ছেড়ে গৌহাটি চলে এসেছে।

প্রসঙ্গত, ফোন, ওয়ালেট, আইপ্যাড হারিয়ে ফেলা রোহিতের কাছে নতুন নয়। এমনকি তিনি বিয়ের আংটিও হারিয়ে ফেলেছিলেন একবার। বছর ছয়েক আগে একটি অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি প্রথম রোহিতের এই ভুলোমনের কথা বলেছিলেন। পরে আজিঙ্কা রাহানেও একই কথা বলেছেন।

কিছু দিন আগেই এশিয়া কাপ জিতে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ভারতীয় দল। একে একে সব ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফেরা উঠে পড়েছিলেন টিম বাসে। সবার শেষ ওঠেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বাস ছাড়ব ছাড়ব করছে, ঠিক তখনই ছুটে এসে হোটেলের এক কর্মী জানান, নিজের পাসপোর্টই হোটেলের ঘরে ভুলে ফেলে রেখে এসেছেন রোহিত। এ কথা শুনে হাসির রোল ওঠে বাসে। লজ্জায় পড়ে যান রোহিত নিজেই। আর একটু হলে দেশে ফেরাই হচ্ছিল না তার। শেষ মুহূর্তে বেঁচে যান ভারত অধিনায়ক।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR